একটি ব্যতিক্রমী সংবাদ পত্রিকা

সংবাদ সোমালিয়া

শুধু খবর ছাপায় না (SAMBAD SOMALIA) হৃদয়ও কাঁপায়

• চতুর্বিংশ বর্ষ • ১১ম সংখ্যা • ১১ জুন, ২০২৫ R.N.I No WBBEN/2002/12216 VOL-XXIV, 11th ISSUE, 11 June, 2025 বিনিময়-দুই টাকা

অনুপ্রবেশ ঃ আরামবাগ শহর কতটা নিরাপদ

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে বসবাসের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। কলকাতা, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদের মতো সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আটক ও জেরা করা হয়েছে। একইসঙ্গে হুগলি জেলার বিভিন্ন মহকুমাতেও বহিরাগতদের অবৈধ বসবাসের অভিযোগ উঠে আসছে। এই প্রেক্ষিতে আরামবাগ শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আরামবাগ পৌরসভার ১৯টি ওয়ার্ডেই রয়েছে ঘন জনবসতি। বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এখানে ভাড়াবাড়িতে বসবাস করছেন। এদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী, কেউ অস্থায়ী কাজের সঙ্গে যুক্ত, আবার কেউ কেউ ফেরিওয়ালার কাজ করেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এইসব ব্যক্তিরা বৈধ নথিপত্র নিয়ে এসেছেন কিনা, তা নিয়ে প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট কোন তথ্য নেই। পৌরসভা বা থানায় তাঁদের পরিচয় ও ভাড়ার তথ্য কতটা নথিভুক্ত তা নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে আশঙ্কা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেক বাড়িওয়ালাই ভাড়াটিয়ার সঠিক পরিচয় যাচাই না করেই ঘর তুলে দিচ্ছেন। আধার বা ভোটার কার্ড দেখালেই তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সেই পরিচয়পত্র ভুয়ো কিনা তা যাচাইয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে পৌরসভা বা পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সচেতনতা প্রচার করা হলেও, তার বাস্তব প্রয়োগ কার্যত চোখে পড়ে না। বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, অনেক বহিরাগত চুপিসারে বসবাস শুরু করে দিচ্ছেন এবং দিনের পর দিন ধরে শহরের নানা এলাকায় মিশে যাচ্ছেন। শহরের জনবহুল এলাকাগুলিতে বহু বহিরাগত দিনের পর দিন ভাড়া নিয়ে থাকেন, কিন্তু তাদের গতিবিধির ওপর নজরদারি দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে শহরের নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন, কে কোথা থেকে এসেছেন, কার পরিচয় কী, এসব তথ্য প্রশাসনের কাছে নেই কেন? এই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যদি অপরাধমূলক চক্র বা চরমপন্থী শক্তি শহরে শিকড় গাঁথে, তাহলে পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। অতএব, আরামবাগ পুলিশ ও আরামবাগ পৌরসভার উচিত অবিলম্বে যৌথভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে ভাড়াটিয়াদের তথ্য যাচাই অভিযান চালানো। সন্দেহজনক নথি বা তথ্য পেলেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এখনই কঠোর নজরদারি ও প্রশাসনিক তৎপরতা প্রয়োজন। না হলে আগামী দিনে আরামবাগ শহর বড় বিপদের মুখে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আট বছর বন্ধ বাস, ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা

সোমালিয়া সংবাদ, পুরশুড়া ঃ পুরশুড়া বিধানসভার ছত্রশাল থেকে তারকেশ্বর; ২৩ কিমি দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে গত আট বছর ধরে বাস না চলায় ভরসা বলতে এখন শুধুই ট্রেকার। প্রতিদিন বাদুরঝোলা হয়ে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এতে যেমন বাড়ছে ঝুঁকি, তেমনি বাড়ছে ভোগান্তি। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মজীবী ও সাধারণ যাত্রী; সকলেই একরকম বাধ্য হয়ে প্রতিদিন এই বিপজ্জনক সফরে নামছেন। কারণ, বিকল্প কোনো সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা নেই। ট্রেকার চালকেরা ইচ্ছামতো ভাড়া নিচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রেই যা নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় বেশি।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রুটে ট্রেকারগুলি বেশিরভাগই বেপরোয়া গতিতে চলে। যাত্রীদের বসার জায়গা তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গাও প্রায় নেই। ফলে ছোট ছোট দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। বাস মালিকদের দাবি, ট্রেকার মালিকরা নির্ধারিত সময়ের আগেই যাত্রী তুলতে শুরু করে দেয়। ফলে যাত্রী কমে যাওয়ায় বাস চালানো লোকসানের হয়ে ওঠে। তাই বাধ্য হয়েই তারা এই রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ট্রেকার মালিকদের বক্তব্য, মানুষের দুর্ভোগের কথা ভেবেই তাঁরা এই রুটে যানবাহন চালাচ্ছেন। তাঁদের মতে, বাস না থাকলে অন্তত এইটুকু পরিষেবাতেই মানুষ পৌঁছতে পারছেন। বাস-ট্রেকারের এই দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা। তাঁদের একটাই আবেদন;এই রুটে যেন অবিলম্বে নিয়মিত বাস পরিষেবা চালু করা হয়, যাতে তাঁরা একটু স্বস্তিতে এবং নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন।

জীবনের আগে ব্যবসা? উদাসীন প্রশাসন

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ সড়ক মানেই গন্তব্যে পৌঁছনোর নিশ্চয়তা, নিরাপদে চলার অধিকার। কিন্তু সেই সড়কই যদি বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হুগলিকে সংযুক্তকারী গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বর রাজ্য সড়ক এখন এমনই এক বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার একটি বড় অংশ জুড়ে। বিশেষ করে কালিপুর থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে দিনের পর দিন অবৈধভাবে মজুত করা হচ্ছে ইমারত নির্মাণের সামগ্রী; ইট, বালি ও পাথর। এই এলাকার বেলি, বড়ডাঙ্গা, কুলকী, ভাদুর মোড় এবং গোবিন্দপুর এলাকায় এই অবস্থা আরও প্রকট। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সরকারি জায়গা বা অন্যের জমির সামনের খোলা অংশে স্তূপাকারে

এইসব সামগ্রী রেখে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ফলে রাস্তায় চলাচলকারী বাইক, সাইকেল, অটো, টোটো এমনকি পায়ে হাঁটা পথচারীরাও বারবার দুর্ঘটনার মুখে পড়ছেন। প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। কখনও বাইক উঠে যাচ্ছে ইটের স্তূপে, কখনও সাইকেল পিছলে পড়ছে বালির ঢালে। কোথাও প্রাণহানি ঘটছে, কোথাও মানুষ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। এলাকাবাসীদের মতে, এইসব দুর্ঘটনা প্রশাসনের চোখের সামনে ঘটলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা আজও নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ,

এরপর ২ পাতায়

আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে ৩৮টি সিসিটিভি

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ চুরি, অপরাধ ও যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রেখে আরামবাগ পুলিশ এবং পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে বসানো হল অত্যাধুনিক সিসিটিভি কন্ট্রোল সিস্টেম। সোমবার এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হয় আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। কন্ট্রোল অফিস উদ্বোধন করেন আরামবাগ মহকুমার পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সুপ্রভাত চক্রবর্তী এবং আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং এবং পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিকরাও। জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে মোট ৩৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে স্ট্যান্ডের প্রতিটি প্রবেশপথ, নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম, যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি চালানো যাবে। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে প্রায় প্রতিদিন বহু যাত্রী যাতায়াত করেন। অতীতে এখানে ছোটখাটো চুরি, অসামাজিক কার্যকলাপ সহ নানা ধরনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। সেই সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রণে

এরপর ২ পাতায়

ভেসে গেছে বাড়ি, ন'মাস পরেও হাহাকার

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ দ্বারকেশ্বর নদীর ভয়াবহ ভাঙনে তালিত গ্রামের যাদের মাথার উপর ছাদ ছিল, আজ তাঁরা খোলা আকাশের নিচে; কেউ বাঁধের ধারে, কেউবা অন্যের গোয়ালঘরে। খানাকুল-১ নম্বর ব্লকের কিশোরপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালিত গ্রাম যেন এক বিস্মৃত বিপর্যয়ের নাম, যেখানে প্রায় ৯ মাস আগের বন্যা ক্ষতের চিহ্ন আজও জীবন্ত। বাঁধ ভেঙে বাড়ি ভেসে যাওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে রয়েছেন নন্দলাল পাত্র, গোবিন্দ পাত্র, কাশীনাথ বাগ, সুকুমার লাল, প্রফুল্ল মণ্ডল প্রমুখ। তাঁদের ঘরবাড়ি শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। নন্দলাল পাত্রের স্ত্রী দীপালি পাত্র কান্নাজড়ানো গলায় বলেন, 'এই এলাকার কারও কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবকিছু জলের তোড়ে চলে গেছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ সর্বহারা। অনন্যের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়ে আছি, তাঁরাও আজ ঘর ছেড়ে দিতে বলছে। কোথায় যাব, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।' তিনি জানান, মাঝে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সাপ বের হতে থাকায় সেই ঘরে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ক্ষয়েকোন সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হতে পারতো। তাই একজন দয়া করে গোয়ালে থাকতে দিয়েছিল,ক্ষয় বলেন দীপালি। সরকারি প্রকল্পে তাঁরা কেউ এক কিস্তি কেউবা দু কিস্তির টাকা পেয়েছেন ঘর তৈরির জন্য। কিন্তু দীপালির প্রশ্ন, ''এই সামান্য টাকায় কোথায়, কিভাবে ঘর তুলব?'' প্রশাসনের তরফে এক লক্ষ টাকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেই টাকা আজও হাতে আসেনি। শুধু আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির পাহাড়, বাস্তবে মুঠো ভরা চাল আর এক মুঠো মুড়ি। শিশু পাত্র, আরেক বাড়িহারা বাসিন্দা

এরপর ২ পাতায়

নলিনী নার্সিংহোম

ডাঃ কৌশিক কুন্ডু

M.B.B.S, M.S. (Chennai) (G&O)

প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy
(মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।

দামোদর ডায়াগনস্টিক সেন্টার

যোগাযোগ ঃ 9733808542, 8926893081

পল্লীশ্রী
আরামবাগ

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী

MBBS, MD, FIAMS (PHYSICIAN)

Reg. No. 54156 (WBMC)

: রোগী দেখছেন :

আরামবাগ স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট

লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলি

সময় : সকাল ১০.৩০ মি থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

প্রতি শনিবার বন্ধ

যোগাযোগ : 9732224783, 9775034533

সংবাদ সোমালিয়া

২৭ জ্যৈষ্ঠ ঃ বুধবার ১৪৩২ ঃ ১১ জুন, ২০২৫

মাটির জিনিস ঃ পরিবেশ আর উপার্জন

গ্রীষ্মকালে অনেকেই ঠান্ডা জল পানের জন্য মাটির কলসি, জগ কিংবা কুঁজো ইত্যাদি মাটির পাত্র ব্যবহার করেন। তবে এদের ব্যবহার বছরের অন্যান্য সময় কমে যায়। অথচ যদি সারা বছর এই পরিবেশবান্ধব মাটির সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ানো যায়, তাহলে উপকৃত হবে একাধিক দিক। প্রথমত, এই সামগ্রীগুলি প্রাকৃতিক মাটি দিয়ে তৈরি, যা একবার ব্যবহারের পরেও পরিবেশে ক্ষতি না করে সহজেই মিশে যায়। প্লাস্টিক বা ধাতব সামগ্রীর তুলনায় এগুলির কার্বন ফুটপ্রিন্ট অনেক কম। দ্বিতীয়ত, যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত;যেমন কুমোররা ও অন্যান্য কুটির শিল্পীরা;তাঁদের সারা বছর কাজ ও উপার্জনের সুযোগ তৈরি হবে। বর্তমানে এঁদের অনেকেই মৌসুমভিত্তিক চাহিদার উপর নির্ভর করেন, ফলে বছরের অধিকাংশ সময়েই বেকার থাকতে হয়। সেই কারণে শুধুমাত্র ঋতুভিত্তিক ব্যবহার না করে, দৈনন্দিন জীবনে মাটির পাত্রের ব্যবহার বাড়ানো দরকার। এটি যেমন পরিবেশের জন্য উপকারী, তেমনই গ্রামীণ অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। তাই 'সুস্থ জীবন, সবুজ পৃথিবী'র জন্য আমাদের ঐতিহ্যবাহী মাটির সামগ্রীর প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

অস্মিতা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট
চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, মোগলাই খাবারের সম্ভার
পরিচ্ছন্নতা ও কোয়ালিটি আমাদের মূলধন
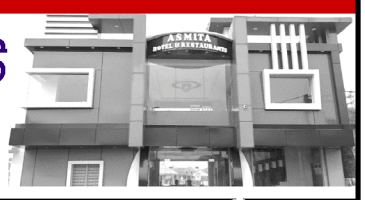
ময়াল বাসস্ট্যান্ড, খানাকুল, হুগলি

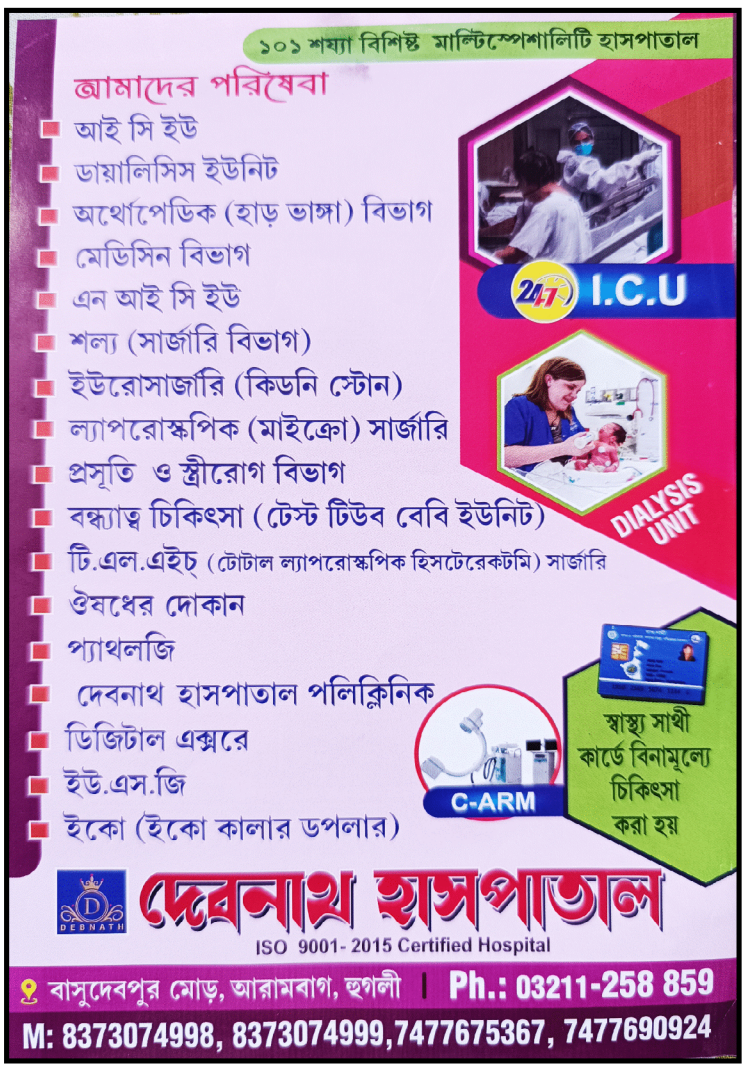

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগ্নস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

দোকানে আগুন, লাখ দেড়েক টাকা ক্ষতি

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে আগুনে ভস্মীভূত হল একটি দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে আরামবাগ পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটার মোড় এলাকায়। দোকানে থাকা বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, দোকানে প্রায় লাখ দেড়েক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই আগুন কোনো দুর্ঘটনা নয় বরং পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়েছে। দোকানের মালিক সেখ আইনেল আলি জানান, সাধারণত তিনি ওই দোকানেই রাতে থাকেন, তবে ওই রাতে তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। আইনেল আলির দাবি, তাঁকে পুড়িয়ে মারার উদ্দেশ্যেই দোকানে আগুন ধরানো হয়েছে। ঘটনার পরেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় স্থানীয় সিভিক ভলেন্টিয়াররা প্রথমে আগুন দেখতে পান। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ফায়ার ব্রিগেড ও দোকান মালিককে ফোনে খবর দেন। খবর পেয়েই আইনেল আলি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

নিম্নমানের বাঁধ নির্মাণে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী, বন্ধ হল কাজ

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ বালি দিয়ে বাঁধ বানানোর অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন খানাকুলের উদনা গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, এইভাবে বাঁধ তৈরি হলে আবারও বিপদের মুখে পড়বে গোটা গ্রাম। তাই তাঁরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে আটকে রাখেন বাঁধ সংস্কারের কাজে লাগানো জেসিবি মেশিন। উল্লেখ্য, নদীবেষ্টিত উদনা গ্রামটি গত বছরের বন্যায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল বহু এলাকা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসী। তাই যখন তাঁরা দেখেন, শাল-বল্লা ও বোল্ডার পাইলিংয়ের পরিবর্তে শুধু বালির বস্তা ফেলে বাঁধ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তখন তাঁরা সরব হন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই ধরনের নিম্নমানের কাজ হলে সামান্য বৃষ্টিতেই আবার বাঁধ ধসে পড়বে। বালি তো জলেই গলে যাবে, তখন গোটা এলাকা ডুবে যাবে জলে। তাই যতক্ষণ না বাঁধ মজবুতভাবে তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা কোনোভাবেই কাজ করতে দেবেন না বলেই সাফ জানিয়ে দেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রকৃত প্রয়োজনে বাঁধ সংস্কার করতে হলে প্রশাসনকে স্থায়ী ও টেকসই পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।

পরবের আগেই বিপর্যয়, ভেঙে পড়ল বাড়ি

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ ঈদের উৎসবের ঠিক আগেই শোকের ছায়া নেমে এল আরামবাগের চামুরচক গ্রামে। শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো দোতলা মাটির বাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে গুঁড়িয়ে যায় মাথা গোঁজার ঠাঁই। ঘটনাটি ঘটেছে গৌরহাটি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চামুরচকের শেখ নাজমুস শাহাজাদের বাড়িতে। জানা গেছে, বাড়িটি আসলে পাশাপাশি দুটি দোতলা নির্মাণ;প্রত্যেকটিতে আটটি করে মোট ১৬টি কামরা। এদিন তার মধ্য থেকে একটি দোতলার দুটি কামরা ভেঙে পড়েছে। বাড়ির সদস্যদের আশঙ্কা, যে ছয়টি কামরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলিও এখন হেলতে শুরু করেছে। যেকোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে সেগুলোও। ফলে পরিবারে নেমে এসেছে প্রবল আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা। পরিবারের সদস্যরা জানান, রাত পোহালেই বকরি ঈদ। সেই আনন্দে মেতে ওঠার আগে এই বিপর্যয় যেন তাঁদের সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। আতঙ্কের ছায়ায় ঘেরা বাড়িতে এখন উৎসবের পরিবর্তে কান্নার রোল। নাজমুস শাহাজাদ ও তাঁর পরিবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এই বিপদের সময়ে যেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানো হয়। আশ্রয়, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ;এই তিনটি চাহিদাই এখন তাঁদের জীবনের একমাত্র ভরসা।

সাইকেল র‍্যালিতে সচেতনতার বার্তা

সোমালিয়া সংবাদ, পুরশুড়া ঃ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে এবং পুরশুড়া থানার ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালি। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির আওতায় এই র‍্যালি সুসম্পন্ন হয় শ্রীরামপুর থেকে আঁকড়ি পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার পথ জুড়ে। এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী ও সদস্যরা। র‍্যালিতে প্রায় ১২৫ থেকে ১৩৫ জন সাইকেল আরোহী অংশ নেন। তাঁদের সকলে সাইকেল চালিয়ে পথে-পথে সাধারণ মানুষকে সড়ক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও পুরশুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভজিৎ দে। শ্রীরামপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠ থেকে র‍্যালির সূচনা হয়। এরপর খেজুরতলা, আঁকড়ি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই প্রচার চালানো হয়।

১ পাতার পর

আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে

এই নজরদারি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে যেকোনও সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত নজরে আসবে এবং অপরাধ রুখতে সহজ হবে। এতে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যেও নিরাপত্তাবোধ বাড়বে বলে আশা করছেন পুলিশ ও পৌর আধিকারিকরা।

১ পাতার পর

বলেন, ''আমরা বেঁচে আছি না, মরে গেছি কেউ খোঁজও নেয় না। একবার চেক দেবে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারাদিন বসিয়ে রেখেছিল। শেষে এক থালা সরু চালের ভাত খাইয়ে বিদায় করল। কয়েকটা ত্রিপল দিয়েছিল, তাও নিয়মের জটিলতায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আর বর্ষা এসে গেছে;আবার আতঙ্কে বুক কাঁপছে।'' সুকুমার লালের স্ত্রী পারমিতা লালদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁদের আট কামরার বাড়ি সম্পূর্ণভাবে জলে তলিয়ে গেছে। এখন ছেলেরা দিনমজুরের কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালাচ্ছে। পারমিতা বলেন, ''সরকারি প্রকল্পের ঘরের টাকাটা পেয়েছি, কিন্তু প্রতিশ্রুত চেক এখনও পাইনি। এই তীব্র রোদ-গরমে মাথা গোঁজার জায়গা নেই। অসুস্থ হয়ে পড়ছি সবাই।'' এই দুর্দশার মধ্যেও তাঁদের ক্ষোভের আগুন আরও তীব্র হয়েছে রবিবারের ঘটনায়। রাজ্য সেচ দপ্তরের সচিব মণীশ জৈন বাঁধ সংস্কারের অগ্রগতি দেখতে ওই

ভেসে গেছে বাড়ি

এলাকায় এলে, বাড়িহারা পরিবারগুলি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল নিজেদের যন্ত্রণার কথা বলার জন্য। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল ব্লক সভাপতি দীপেন মাইতি ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের সচিবের কাছে ঘেঁষতেই দেননি। সচিবের কানে কিছুই পৌঁছাতে না পেরে এই পরিবারগুলি চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাঁদের প্রশ্ন, ''আমরা যদি নিজের কষ্টের কথা বলতে না পারি, তাহলে কে বলবে? কেন আমাদের থামিয়ে দেওয়া হল? সরকার কি শুধু কাগজে কলমেই সাহায্য করে?'' তালিত গ্রামের এই বাড়িহারা মানুষদের চোখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক আর বিশ্বাসভঙ্গের ধোঁয়াশা। একদিকে বর্ষা আসন্ন, অন্যদিকে নেই স্থায়ী বাসস্থান, নেই অর্থসাহায্য, নেই প্রশাসনিক সহানুভূতি। তাঁদের আবেদন, তাঁদের নিরাশার কথা, যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি যেন পৌঁছায় প্রশাসনের কর্ণকুহরে; যেন দেরিতে হলেও জেগে ওঠে মানবিকতার বোধ।

১ পাতার পর

জীবনের আগে ব্যবসা

বহুবার প্রশাসনকে জানানো হলেও তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মাঝে মাঝে বিক্ষোভ হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। পুলিশের গাড়ি নিয়মিত এই রাস্তায় চললেও তারা কার্যত উদাসীন। তাই জনসাধারণের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন; এই চক্রের পিছনে পুলিশেরই কি মদত আছে? নাকি বড় দুর্ঘটনা না ঘটলে ব্যবস্থা নেবে না? সাধারণ মানুষের বক্তব্য, চাইলে একদিনেই অবৈধ দখলকারীদের হটানো যায়। কিন্তু প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবেই এখন এই সমস্যা এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। তাঁরা চাইছেন, দুই নম্বর রাজ্য সড়ক আবারও আগের মতো নিরাপদ এবং সচল হোক। সরকারের কাছে তাদের আর্জি;জীবনের আগে ব্যবসা নয়। মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে দয়া নয়, চাই দায়িত্ব। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে আরও বড় বিপর্যয় অনিবার্য।

গ্যারেজ মালিকদের নিয়ে পুলিশের বৈঠক

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে আরামবাগ, গোঘাট ও পুরশুড়া থানার গ্যারেজ মালিকদের নিয়ে সোমবার নিজে নিজে থানাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতায় চিন্তিত প্রশাসন এই বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা ও নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। বৈঠকে গ্যারেজ মালিকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট গাইডলাইন জারি করা হয়। গাড়ি সারাইয়ের সময় তারিখসহ একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কোনো গাড়ি যদি দীর্ঘদিন পড়ে থাকে বা মালিক না আসে, তা হলে দ্রুত প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক গ্যারেজে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্যারেজ মালিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান ও সতর্কতা জারি করা যায়। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং, গোঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মধুসূদন পাল, পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা।

[redacted] বাঁধ সংস্কার পরিদর্শন সেচ সচিবের [redacted]

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলোর সংস্কার কাজ কীভাবে এগোচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে আসেন রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব মণীশ জৈন। তিনি পুরশুড়ার কাদিপুর, আরামবাগের হরিণখোলা এবং খানাকুলের তালিত ও বন্দিপুর এলাকায় যান। এই সফরে সচিবের সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প্রকৌশলী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ বন্যায় মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদের বাঁধ ভেঙে এই সমস্ত এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন, ধ্বংস হয় বহু ঘরবাড়ি ও বিপুল কৃষিজমি। সেই সময় থেকেই বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। কোথাও সেই কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে, কোথাও আবার তা শেষপর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সচিব সরেজমিনে সেই কাজ পরিদর্শন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সচিব মণীশ জৈন জানান, বর্ষা আসন্ন, তাই জুন মাসের মধ্যেই সব বাঁধ সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে। সরকারের লক্ষ্য, বর্ষায় যেন নতুন করে আর কোনও এলাকা প্লাবিত না হয়।

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ

সোমালিয়া সংবাদ, পুরশুড়া ঃ পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গির বারাসাত এলাকায় প্রায় এক মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবার চরম অবস্থা। দিনের বেশিরভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না, রাতে বারবার লোডশেডিং। তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। বারবার পুরশুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে জানানো সত্ত্বেও মেলেনি কোনও স্থায়ী সমাধান। ফলে সোমবার গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান। প্রথমে বিদ্যুৎ দফতরের গাড়ি এলাকায় এলে তা আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে সরাসরি পুরশুড়া বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মাসের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চললেও প্রশাসন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ হচ্ছেন বয়স্ক ও শিশুরা। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটছে। বিদ্যুৎ দফতরের একাধিক কর্মী জানান, এলাকায় পুরনো ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে কেন এতদিনেও সেই পরিবর্তন করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা দ্রুত ট্রান্সফরমার বদল ও স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

[redacted] ‘বাংলা এখন’ সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ [redacted]

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মতো এক তাৎপর্যপূর্ণ দিনে, বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল নতুন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘বাংলা এখন’। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় খানাকুলের রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল হলে। এই বিশেষ মুহূর্তে সংবাদপত্রটির সম্পাদক দেবাশিস শেঠ-এর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, খানাকুল ও আশেপাশের এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক; অমিত কুমার আঢ্য ও নভেন্দু সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বাদশা শা-সহ আরও অনেকে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, এমন একটি ভাবনাদীপ্ত সংবাদপত্র হুগলি তথা বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। ‘বাংলা এখন’-র সম্পাদক দেবাশিস শেঠ দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতের পরিচিত মুখ। তিনি বহু পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতাই নতুন পত্রিকাটিকে একটি শক্ত ভিত দেবে বলে আশা করছেন পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীরা। একটি পরিবেশ সচেতনতার দিনে সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে; ‘বাংলা এখন’ শুধু সংবাদ পরিবেশন করবে না, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তাও বহন করবে। সম্পাদক ও পরিচালনাসভা জানান, আগামী দিনে তাঁরা পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনস্বার্থমূলক বিভিন্ন বিষয়ে নিবেদিতভাবে কাজ করে যেতে চান।

চোর সন্দেহে চেনে বাঁধলেন বাসিন্দারা

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত যুবককে ধরে আনলেন এলাকাবাসী। রবিবার বিকালে এমনই উত্তেজনার ঘটনা ঘটলো আরামবাগ পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ রবীন্দ্রপল্লী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ওই এলাকায় একটি সাইকেল ও একটি টুলু পাম্প চুরি যায়। ঘটনার পর বেশ কয়েকটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন বাসিন্দারা। ফুটেজে ধরা পড়া এক যুবকের ওপর সন্দেহ গড়ে ওঠে। এরপর থেকেই তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে এদিন বিকালে আরামবাগ আমতলা এলাকা থেকে সন্দেহভাজন যুবককে ধরে নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। তাকে দক্ষিণ রবীন্দ্রপল্লী এলাকায় এনে চেন ও চাবি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। স্থানীয়দের দাবি, যুবক নাকি সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করেছে। পরে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেহাল রাস্তা ঃ পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ রাস্তা তৈরির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল গোঘাটের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার লালুকা এলাকার প্রায় আড়াই কিলোমিটার বেহাল রাস্তাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে, অথচ প্রশাসন শুধু আশ্বাস দিয়েই চুপ। পরে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে গোঘাট বিডিও অফিসে যান। সেখানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন বলেও জানা গেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম বলেন, ‘‘কেন্দ্র থেকে টাকা না আসায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে।’’ অন্যদিকে, গ্রামবাসীদের দাবির গুরুত্ব বিবেচনা করে গোঘাট-২ এর জয়েন্ট বিডিও ঘটনাস্থলে যান এবং রাস্তা পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ‘‘পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ওই রাস্তাটি দ্রুত তৈরি করা হবে এবং অস্থায়ীভাবে সংস্কারের কাজও খুব শীঘ্রই শুরু হবে।’’

ফুচকা খেয়ে অসুস্থ ৬০

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ অচেনা বিপদ ফুচকার স্বাদে; আরামবাগে ফুচকা বিক্রেতাদের হাত ধরে বিপাকে পড়ল গোটা গ্রাম। পূর্ব কেশবপুরে ফুচকা খেয়ে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রায় ৫০-৬০ জন মহিলা ও শিশু। ঘটনাটি ঘটে সোমবার, আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্ব কেশবপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে কয়েকজন ফেরিওয়ালা ফুচকা বিক্রি করতে আসেন এলাকায়। উৎসাহী শিশুরা, সঙ্গে মহিলারাও ফুচকার স্বাদ নিতে ভিড় করেন। কিন্তু আনন্দ পরিণত হয় আতঙ্কে;রবিবার থেকেই একের পর এক মানুষ বমি ও পায়খানার উপসর্গে ভুগতে থাকেন। সোমবার সকাল থেকে অসুস্থদের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মেডিকেল টিম পাঠানো হয় পূর্ব কেশবপুরের মসজিদ তলা এলাকায়। সেখানে অস্থায়ী চিকিৎসা শিবির খোলা হয়। যাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক অনুমান; ফুচকার জল থেকেই ছড়িয়েছে সংক্রমণ।

ফের তৃণমূলের দখলে সমবায় সমিতি

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ গোঘাট-১ নম্বর ব্লকে আবারও একটি সমবায় সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখলে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্গা-চাতরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির জন্য শুধু তৃণমূলপন্থী প্রার্থীরাই মনোনয়ন পেশ করেন। এই সমবায়ে মোট ৯টি আসনের সবকটিতেই তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। ফলে এই ব্লকে তৃণমূলের দখলে থাকা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াল ১২-তে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় তৃণমূলের গোঘাট-১ ব্লক সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা, নেতা সঞ্জয় খান ও প্রদীপ রায় সহ একাধিক দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান। ব্লক সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ারে সাধারণ মানুষ এখন আর অন্য কোন দলে ভরসা রাখছেন না। ফলে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছে না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘যে সমর্থন আমরা এখন সমবায় সমিতিগুলিতে পাচ্ছি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তা আরও প্রবল আকারে প্রতিফলিত হবে। তৃণমূলই মানুষের একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।’’

হারানো ৩১টি মোবাইল ফেরালেন এসডিপিও

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ আবারও মানবিক মুখ দেখাল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। গোঘাট থানার উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া মোট ৩১টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সুপ্রভাত চক্রবর্তী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে গোঘাট থানা এলাকায় মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই মোবাইলগুলো উদ্ধার করে সেগুলি নির্দিষ্ট মালিকদের শনাক্ত করে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট থানার ইনস্পেক্টর ইনচার্জ মধুসূদন পাল সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

গরমের মধ্যেও রক্তদান বিশ্বদূত ক্লাবের

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও আরামবাগ শহরের পুরাতন বাজার এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল বিশ্বদূত ক্লাব। রবিবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেও রক্তদাতাদের উপস্থিতি নজর কাড়ে। এই মহৎ উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্ত সংগ্রহ ও পরীক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব সামলান। বিশ্বদূত ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গরমের সময় ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের ঘাটতি দেখা যায়। এই সংকটের সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতেই প্রতিবছর এই সময়েই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

নতুন ট্রেনের দাবি বিধায়কের

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ দীর্ঘদিন ধরেই হাওড়া-গোঘাট রেললাইনে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়ে আসছেন যাত্রীরা। জরুরি প্রয়োজনে অনেক সময় ট্রেনের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। যাত্রীদের সেই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে সরব হলেন আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ। মঙ্গলবার তিনি আরামবাগ স্টেশন মাস্টারের কাছে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। সেখানে তিনি জানান, দিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দীর্ঘক্ষণ কোনও ট্রেন না থাকায় সাধারণ যাত্রীরা বিপাকে পড়ছেন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে তিনটি নতুন ট্রেন চালুর সুপারিশ করেন বিধায়ক। তিনি বলেন, যাত্রীদের স্বার্থেই যত দ্রুত সম্ভব এই ট্রেনগুলি চালু করা উচিত। না হলে প্রতিদিন অতিরিক্ত ভিড় ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যাত্রীদের। আরামবাগ স্টেশন চত্বরে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর বিধায়ক জানান, এই লাইন দিয়ে পড়ুয়া, কর্মজীবী ও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। তাই নতুন ট্রেন চালু হলে শুধু চাপ কমবে না, যাত্রী নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।

বিজেপি সাংসদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ কেন্দ্র সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে পালন হচ্ছে বিশেষ কর্মসূচি। সেইমতো শনিবার বেলা নাগাদ আরামবাগে আসেন বিজেপি নেতা ও পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তিনি আরামবাগ জেলা বিজেপির পার্টি অফিসে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে আক্রমণ করেন জ্যোতির্ময়বাবু। বলেন, ''অনুব্রত মণ্ডলই তৃণমূলের আসল চেহারা; সেটাই সবাই দেখেছে। সামনে বিধানসভা ভোটে তাঁকেই দায়িত্ব দেবে মুখ্যমন্ত্রী।'' তিনি আরও দাবি করেন, ''আরামবাগ সংগঠনিক জেলায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র আছে, এবং বিজেপি প্রত্যেকটি আসনেই জয় পাবে।'' আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ আলোচনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ''এই কেন্দ্রেও আগামী লোকসভা নির্বাচনে জয় নিশ্চিত।'' এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, ''উনি যে 'অপারেশন সিঁদূর' নিয়ে মন্তব্য করেছেন, তা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারেন না। রাঁচিতে একটি ভালো হাসপাতাল আছে, আমরা চাইলে বিজেপির পক্ষ থেকে ওনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি।'' ব্রীজ উদ্বোধন প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, ''এই উন্নয়নই বিকশিত ভারতের প্রতিচ্ছবি। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ অনেক এগিয়েছে।'' সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে এদিন আরামবাগে দলের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন বিজেপির এই সাংসদ।

ঈদে গাছের চারা বিতরণ, নজির শিক্ষকের

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ পবিত্র ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে পরিবেশরক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন খানাকুলের মাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। শনিবার তিনি খানাকুলের ধরমপুর এলাকায় আড়াইশো মানুষের হাতে আম গাছের চারা তুলে দেন। সমাজসেবামূলক কাজে পরিচিত এই শিক্ষক ঈদের দিনে গাছ বিতরণ করে সকলকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। চারা বিতরণের পাশাপাশি তিনি সকলকে জানিয়েছেন ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতার ছাপ। ঈদের আনন্দের পাশাপাশি মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়ার এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। দেবাশিসবাবু বলেন, ''এই দিনে যদি একটা গাছও মানুষ লাগায়, তবে সেটা ভবিষ্যতের জন্য বড় উপহার হয়ে উঠবে। প্রকৃতি আমাদের প্রাপ্য, তাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।'' তিনি আরও জানান, এটি শুধু ঈদের কর্মসূচি নয়, বরং একটি চলমান আন্দোলনের অংশ। এদিন শুধু গাছ বিতরণ নয়, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পরিবেশ সচেতনতা, গাছের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা ও বহু সাধারণ মানুষ। মানবিক ও শিক্ষামূলক বার্তা ছড়াতে এই শিক্ষক বছরের বিভিন্ন সময়েই এমন নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকেন।

জনবহুল এলাকায় টহল আইসি-র

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ আরামবাগের জনবহুল এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা জোরদারে বাইক টহলে নামলেন থানার আইসি রাকেশ সিং। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে ঘুরে ঘুরে নজরদারি চালাতে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন থানার অন্যান্য আধিকারিক, কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা। টহলের সময় তাঁরা পৌঁছে যান আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও শিশুউদ্যানে। প্রতিটি জায়গায় তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে মতামত শোনেন। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সন্ধ্যার ভিড়ের মধ্যেও পুলিশি টহল ছিল চোখে পড়ার মতো। আইসি নিজে বাইক চালিয়ে শহরের নানা গলিতে পৌঁছে যান। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই উদ্যোগ আশার আলো জাগিয়েছে। অনেকেই জানান, এমন টহল প্রায়শই হলে অপরাধ রোধ সম্ভব হবে। আরামবাগের বহু মানুষ পুলিশের এই সক্রিয়তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আইসি রাকেশ সিং যেভাবে মাঠে নেমে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পুলিশের এই সরাসরি নজরদারিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৩ বছর পূর্ণ করল আরামবাগ রেল

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৩টি বছর। ৪ জুন শুরু হয়েছিল আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন রেল স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল। যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২৫শে এপ্রিল তারকেশ্বর থেকে তালপুকুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের সূচনা হয়। এরপর ২০১২ সালের ৪ঠা জুন তালপুকুর থেকে আরামবাগ পর্যন্ত ট্রেন পৌঁছে যায়। তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগেই চালু হয় এই বহু প্রতীক্ষিত রেল পরিষেবা। রেল পরিষেবা চালু হওয়ার পর আরামবাগ সহ আশেপাশের বহু মানুষ খুব কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন, যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এনে দিয়েছে বিশাল স্বস্তি। যাত্রীদের অনেকেই জানান, ছোটবেলা থেকেই তাঁরা শুনে এসেছেন 'আরামবাগে ট্রেন হবে', আর আজ তা বাস্তব হয়েছে ১৩ বছর ধরে। রেল পরিষেবা চালুর ফলে কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক কাজের জন্য যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে বলে মত স্থানীয়দের।

প্রসাদ বিলি করবে রেশন ডিলাররা: বিতর্কের ঝড়

সোমালিয়া ওয়েব নিউজ ঃ দিঘার জগন্নাথদেবের প্রসাদ এবার বিলি হবে রেশন ডিলারদের হাত ধরে;এই সিদ্ধান্তে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসার পরই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, এটা ধর্মীয় প্রসাদ নয়। সূত্রের খবর, আরামবাগের বিডিওর তরফ থেকে গত সোমবার একটি বৈঠক ডাকা হয় পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে, যেখানে রেশন ডিলারদের প্রসাদ বিলির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই বৈঠকের চিঠি ইতিমধ্যেই বিরোধী নেতাদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। জানা গেছে, প্রসাদ প্যাকেটে থাকবে; একটি করে প্যাঁড়া, একটি করে গজা ও জগন্নাথ দেবের ছবি। তৈরি হবে স্থানীয় মিষ্টির দোকানে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার নামে খোয়া ক্ষীরের পুজো দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটে থাকবে সিরিয়াল নম্বর। রেশন ডিলারদের মাস্টার রোল তৈরি করতে হবে যেখানে উল্লেখ করতে হবে; প্যাকেটের নম্বর, রেশন কার্ডধারীর নাম ও নম্বর, গ্রহীতার সই এবং ফোন নম্বর। প্রসাদ বেঁচে গেলে তা ফেরত পাঠাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনা মহামারির সময় রেশন ডিলাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই আবারও এই ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। রেশন ডিলারদের সামাজিক গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করছে। তবে রেশন ডিলারদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পরেও তাঁরা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। কমিশন বাড়ানোর দাবি তোলেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায়শই অকারণে হেনস্থা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এই প্রসাদ বিলি করতে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের প্রয়োজন আছে। এই প্রসাদ বিলি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিজ্ঞ মহলও। যত পরিবার আছে, সকলের কাছে কি প্রসাদ পৌঁছাবে? না পৌঁছালে কি অশান্তি সৃষ্টি হবে? প্যাকেটজাত খাদ্য হওয়ায় কি ফুড অ্যান্ড সেফটি লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে? রেশনিং কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী, রেশন দোকানে এই প্রসাদ রাখা কি নিয়মসিদ্ধ? প্রসাদ পরিবহণে কিছু নষ্ট হলে অতিরিক্ত প্যাকেট কি সরবরাহ করা হবে? বিলির সময় কি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকবে? বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দুয়ারে রেশনে প্রসাদ বিতরণ করতে গেলে তা নষ্ট হওয়া বা লুট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে উঠছে ধর্মীয় প্রশ্নও। অন্য ধর্মাবলম্বীরা কি এই প্রসাদ পাবেন? না পেলে কি তা বৈষম্য তৈরি করবে? সরকার যদি এক ধর্মের উৎসবের প্রসাদ বিলি করে, তাহলে অন্য ধর্মের প্রতিনিধিরাও তো একই দাবি তুলতে পারেন।

নদীগর্ভে বসে গেছে ব্রিজ, আতঙ্কের দিনযাপন

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ একটি ব্রিজ ভেঙে বসে যেতেই কার্যত অচল গোটা এলাকা। খানাকুলের ঠাকুরানিচক এলাকায় সম্প্রতি কংক্রিটের তৈরি ব্রিজটি হঠাৎই নদীগর্ভে বসে যায়। এর ফলে একসঙ্গে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তৈরি হয়েছে একপ্রকার বনধের পরিবেশ। কারণ ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কেউই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে পারছেন না। সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। অনেকেই দোকানপাট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। বেচাকেনা কমে যাওয়ায় তাঁদের আয়ের রাস্তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। দিনযাপন নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন বহু পরিবার। চিন্তা বেড়েছে অভিভাবকদেরও। কারণ গরমের ছুটির পর খুলে গেছে স্কুল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে স্কুলে যাবে, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় অভিভাবক মহল। যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পড়ুয়ারাও। বাঁশের দুর্বল সেতু দিয়ে বা অন্য কোনভাবে যাতায়াত যেকোন মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ফলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে অভিভাবকরা একেবারেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ব্রিজটি মেরামতির কাজ শুরু করুক প্রশাসন। না হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থমকে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে যাতায়াত; সব কিছুই অচল হয়ে পড়েছে। এখন দেখার বিষয়, কত দ্রুত প্রশাসন এই সংকটের সমাধানে এগিয়ে আসে।

অবসর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষের

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ দীর্ঘ ১৬ বছরের নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার পর অবসর নিলেন আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল সৈয়দ সাজেদুল ইসলাম। ৩১ মে কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি তিনি এই কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন। এরপর থেকে কলেজের একাডেমিক উন্নয়ন, শৃঙ্খলা এবং পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক কলেজে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই দিন কলেজ চত্বরে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রীরা তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি স্বপন নন্দী, গার্লস কলেজের টিচার ইনচার্জ অনন্যা বর্ধন, আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ বিশ্বনাথ গড়াই সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের সকলেই সৈয়দ সাজেদুল ইসলামের নিরলস পরিশ্রম ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করে বক্তারা বলেন, তাঁর সময়ে কলেজে বহু নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়, পরিকাঠামোগত উন্নতি হয় এবং কলেজের শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। শেষে সৈয়দ সাজেদুল ইসলাম কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সকলকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর অবসর হলেও কলেজে রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রেফারিং সচেতনতা নিয়ে সেমিনার

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ শনিবার অনুষ্ঠিত হল আরামবাগ মহকুমা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের এক উল্লেখযোগ্য সেমিনার। সভাস্থল ছিল আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের 'দিশা' সভাকক্ষ। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের নবীন ও অভিজ্ঞ রেফারিরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট রেফারি, যাঁরা অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রেফারিং সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিশেষ করে 'অফসাইড' ও 'ফাউল' নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং বর্তমান রেফারিং প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার দিকেও আলোকপাত করেন।

মোবাইল ও অর্থ ফেরত আরামবাগ থানার

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের নির্দেশনায় আরামবাগ থানার উদ্যোগে সোমবার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদিন থানার পক্ষ থেকে মোট ৪০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অনেকেই। জানা গেছে, কেউ সরাসরি থানায় এসে, কেউ বা আবার এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে মোবাইল খোয়া যাওয়ার বিষয়ে জানান। এরপরেই পুলিশের একটি বিশেষ টিম তদন্ত শুরু করে এবং একে একে খোয়া যাওয়া মোবাইলগুলোর হদিস পায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাকেশ সিং-সহ থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। তাঁরা মালিকদের হাতে হারানো ফোন তুলে দেন। শুধু মোবাইল ফোন নয়, এদিন সাইবার প্রতারণার শিকার দু'জন বাসিন্দার কাছ থেকে প্রতারিত অর্থও উদ্ধার করে ফেরত দেয় পুলিশ। বিবেকানন্দ পল্লির সৌমেন দে-র প্রতারিত ১০,০০০ টাকা এবং রসুলপুরের প্রাপ্তি ঘোষের ৭,০৩২ টাকা উদ্ধার করে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

Printed, Published & Owned by Tuphan Mondal, Vidyasagar Palli, Ward No 6, Arambagh, Hooghly, W.B. Pin-712601, **Printer**-Ai Samay Parivar, Ward No-2, Arambagh, Hooghly, W.B. Pin-712601 **Ph.**-9564075555 **e-mail : somalianews47@gmail.com**
Editor : Tuphan Mondal